আদর্শ শিক্ষক/আদর্শ শিক্ষাদান পদ্ধতিঃ-

আমরা যারা শিক্ষকতা পেশায় আসি তারা জেনে শুনে বুঝে শিক্ষকতা পেশায় আসি যে, শিক্ষকতায় পেশায় অন্য পেশা থেকে অর্থ কম । আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মাধ্যমে পড়াশুনা পদ্ধতি চালু থাকায় এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি । চাকুরী বাজারে স্বল্পতা থাকার জন্য অনেককে অনিচ্ছা থাকা সত্বেও শিক্ষাকতা পেশাটিকে বেছে নিতে হয় । যা শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতির পিছনে বড় একটি বাধা । উপযুক্ত ভাবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো পারিপার্শ্বিক পরিবেশও অনুকুল নয় ।

মনে রাখবেন, “একজন **শিক্ষক** সবসময়ই একজন ছাত্র তবে ভালো ছাত্র” শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শিখবে, আপনি শুধু দেখিয়ে দিবেন কীভাবে শিখতে হয় । বিদ্যালয়ের সাথে সাথে তিনি সমাজেরও **শিক্ষক** । বিদ্যালয়ের উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নও **শিক্ষক** কর্তৃক প্রভাবিত। যিনি **শিক্ষক** তিনি সর্বস্থানেই একজন **শিক্ষক**- এ কথাটা স্মরণ রাখা দরকার ।

***শিক্ষক: মানুষ গড়ার কারিগর***

‘সবাই ভালো ছাত্র হয় না, তবে সবাই ভালো মানুষ হতে পারে’- শিক্ষার লক্ষ্য হলো ভালো মানুষ তৈরি করা । আর মানুষ (ভালো মানুষ) গড়ার মূল দায়িত্ব শিক্ষকগণের উপর ন্যস্ত । শিক্ষক নিজে মানুষ হিসেবে কতোটা ভালো তার ওপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীরা ভালো মানুষ হয়ে উঠবে কিনা । শুরুতেই একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া দরকার, শিক্ষকতা কোনো পেশা নয়; এটা ব্রত । শিক্ষকতার প্রতি যদি আপনার ভালোবাসা না থাকে, তাহলে সেটি আপনার নিকট পেশা ছাড়া আর কিছুই নয় ।

শিক্ষকতায় আসার আগে আপনি নিশ্চয় জেনে এসেছেন যে, আপনাকে কী করতে হবে আর আপনি বিনিময়ে কী পাবেন? তাহলে প্রাপ্যতার স্বল্পতার দোহাই দিয়ে আপনি আপনার কাজে অবহেলা করতে পারেন না । মানুষ চাইলেই তার প্রয়োজনকে সীমিত করতে পারে । “আমার প্রয়োজন খুব সামান্য, আর চাহিদা তার চেয়ে কম”- এ কথাটা যদি আপনি বলতে পারেন তবে শিক্ষকতা আপনার জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট । যদি আপনি শিক্ষকতাকে ভালবাসতে না পারেন, শিক্ষাদানে আনন্দ না পান, তাহলে বলব এটা আপনার জন্য নয় । আপনি শ্রেণীকক্ষে আদর্শ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করবেন । আপনি যেহেতু মানুষ গড়ার কারিগর, তাই আপনাকে সর্বদা সচেতন হতে হবে । আপনার কোনো ভুলের কারণে যেন, কোনো শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্থ না হয় । শিক্ষার্থী অপেক্ষা আপনাকে বেশি পড়তে হবে, জানতে হবে এবং জানাতে হবে । মনে রাখবেন, “একজন শিক্ষক সবসময়ই একজন ছাত্র তবে ভালো ছাত্র” শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শিখবে, আপনি শুধু দেখিয়ে দিবেন কীভাবে শিখতে হয় ।

বিদ্যালয়ের সাথে সাথে তিনি সমাজেরও শিক্ষক । বিদ্যালয়ের উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নও শিক্ষক কর্তৃক প্রভাবিত । যিনি শিক্ষক তিনি সর্বস্থানেই একজন শিক্ষক- এ কথাটা স্মরণ রাখা দরকার । শ্রেণীকক্ষে সকলের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাবোধ থাকাটা জরুরি । আপনি যদি ভদ্র ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, তবে আপনাকেও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে । শিক্ষার্থী সে যতো ছোটই হোক না কেনো, তারও সম্মান আছে, সেটা তাকে দিতে হবে ।

পারতপক্ষে শ্রেণীকক্ষে শাস্তি দেয়াটা উচিত নয় । কেউ একটি বিষয় পারে না, আবার কেউ পেরেও করে না- এ দুটি বিষয় কিন্তু আলাদা । কেউ যখন পেরেও করতে না চায়, তখন তার কাছ থেকে কাজ আদায় করতে শিক্ষক যে কোনো পথ বেছে নিতে পারেন; তবে শাস্তি দেয়াটা অমানবিক । শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দেয়া যাবে, তবে তারও একটি গণ্ডি বা সীমানা থাকা জরুরি । শিক্ষক তিনি একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব, তিনি বিদ্যালয় ও সমাজের নেতা । তিনি যদি এই বোধকে ধারণ করতে পারেন তাহলে শিক্ষার্থীদেরকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি যে পথেই অগ্রসর হোন না কেন, সেখানে প্রশ্ন তোলাটা প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার । তবে শিক্ষককে অবশ্যই একজন আদর্শ শিক্ষক হতে হবে । আর আদর্শ শিক্ষক হতে হলে কতগুলো বিষয় নিজের মাঝে গড়ে তুলতে হবে-

***ক) সুন্দর বাচনভঙ্গি ;***

***খ) আকর্ষনীয় উপস্থাপনা কৌশল ;***

***গ) সুনির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা ;***

***ঘ) দূরদর্শী ;***

***ঙ) কৌশলী ;***

***চ) বন্ধুবাৎসল্য ;***

***ছ) কাজের প্রতি ভালোবাসা ;***

***জ) অপরের মতামতের প্রতি গুরুত্ত দেয়া ;***

***ঝ) ভালো শ্রোতা হওয়া ;***

***ঞ) পারষ্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ;***

***ট) আদর্শবোধে উজ্জীবিত হওয়া ;***

***ঠ) সহনশীলতা ;***

***ড) পারষ্পারিক সহযোগিতার মনোভাব ; ও***

***ঢ) জ্ঞানপিপাসু ।***

**আদর্শ শিক্ষকের ৫টি প্রধান বৈশিষ্ট্য**

একজন আদর্শ শিক্ষকই জাতির মেধা গড়ার কারিগর । শিক্ষকের মেধাশ্রমই জাতির অমূল্য সম্পদ । তাই তাকে হতে হয় আর দশজন মানুষের তুলনায় সেরা । কেননা তাকে দেখেই শেখে আগামী প্রজন্ম। যদিও আদর্শ শিক্ষকের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেয়া কঠিন, তবে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একজন আদর্শ শিক্ষকের মধ্যে লক্ষ করা যায় । তেমনই কিছু বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে নিজের মধ্যে গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে এই লেখায় ।

**১. একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে**

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ‘Todd Whitaker’-এর লেখা ‘50 Ways to Improve Student Behaviour’- এ তিনি বলেছেন, একজন শিক্ষকের আদর্শ শিক্ষক হয়ে ওঠার পেছনে অন্যতম বাধা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের অভাব । তাঁর মতে:

• অনেক শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে না যে তাদের শিক্ষকরা আসলে তাদের উপর বিশ্বাস করে ।  
• অনেক শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে না যে তাদের বাবা-মা তাদের বিশ্বাস করে ।   
• অনেক শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে না যে বড়রা তাদের বিশ্বাস করে ।   
• তাই অনেক শিক্ষার্থী নিজেরাই নিজেদের বিশ্বাস করে না ।   
• যে শিক্ষার্থীরা নিজেদের নিজেরা বিশ্বাস করে না তাদের আচরণগত ও একাডেমিক সমস্যা বেশি থাকে ।

**শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে শিক্ষকের করণীয়:**

• নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য তৈরি করা- বছরের শুরুতেই যদি শিক্ষার্থীদের নিয়ে সারা বছরের জন্য একটি লক্ষ্য স্থির করা যায় তবে শিক্ষার্থীরা সুস্পষ্ট একটি ধারণা নিয়ে বছরটা শুরু করতে পারে । সঙ্গে তৈরি করতে হবে প্রতিটি ক্লাসে কী পড়ানো হবে সেটা ও । নতুন একটি অধ্যায় বা বিষয় নিয়ে ক্লাস শুরুর সময় শিক্ষক যদি বলে, ‘আজ তোমরা গুণনের প্রথম ধাপটি শিখবে’ এবং ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলে, ‘তোমাদের অভিনন্দন, এখন তোমরা তোমাদের মা-বাবাকে কীভাবে গুণতে শিখলে তা দেখাতে পারবে’! ‘শিক্ষকের মতো তারাও যে কাউকে শেখাতে পারে’, এই দৃষ্টিভঙ্গিটি যদি তাদের মাঝে তৈরি করা যায় তবে তাদের নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, সঙ্গে শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা বাড়বে ।

• প্রতিনিয়ত আশ্বস্ত করা- শিক্ষার্থীর নিজের উপর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে তাকে প্রতিনিয়ত বলতে হবে, ‘তোমার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, হাল ছেড়ো না, আমি তোমার পাশে আছি’। শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করা এবং উৎসাহিত করার মাধ্যমে তাদের দারুণভাবে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা যায় ।

• প্রযুক্তির ব্যবহার- শিক্ষাবিষয়ক প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণকে আরও আনন্দদায়ক ও কার্যকরী করে তুলতে পারে । এমনকি সবচেয়ে ভিতু ও ঘরকুনো স্বভাবের শিক্ষার্থীও নিজেকে খোলস থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসতে সহায়তা করে এই পদ্ধতি । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গণিত শেখার গেম । শিক্ষার্থীদের যখন ব্ল্যাকবোর্ডে গণিত শেখানো হয় তখন অনেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, তবে সেই একই কাজ যদি ভিডিও গেমের মাধ্যমে শেখানো যায় তবে তা শিক্ষার্থীদের কাছে মজাদার ও আনন্দদায়ক করে তুলবে । এতে করে পিছিয়ে পড়া বা ভিতু শিক্ষার্থী যারা রয়েছে তাদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে ।

**২. একজন আদর্শ শিক্ষক আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করেন**

একজন শিক্ষক অনেক জ্ঞানী হতে পারে, ক্লাসে পাঠদানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে এমনকি দুর্দান্ত বোঝানোর ক্ষমতাও তাঁর থাকতে পারে; কিন্তু আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করতে না পারলে সমস্ত অর্জনই তাঁর মাটি হয়ে যেতে পারে ।

**আকর্ষণীয় ও কার্যকর শ্রেণিকক্ষ গড়ে তুলতে শিক্ষকের করণীয়:**

• ক্লাসের নিয়মকানুনগুলো নির্ধারণ করা- একে অপরের প্রতি কীভাবে আচরণ করবে, নিরাপদ পরিবেশ বজায় থাকবে কীভাবে বা ক্লাসে কীভাবে অংশগ্রহণ করবে; এসব বিষয়ে নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি নিয়ম তৈরি করা যায় । যেমন-

১. শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনব ।  
২. দলে কাজের সময় সবার মতামত শুনব ।  
৩. অন্যের মতের সাথে একমত না হলে ভদ্রভাবে যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করব ।  
৪. দলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করব ।  
৫. কিছু বলার আগে হাত তুলব ।  
৬. সবার সাথে ভালো ব্যবহার করব এবং সদ্ভাব বজায় রাখব ।  
৭. আমার খাতায় আমার কথা বা চিন্তা নিজেই লিখব ।  
৮. সবাই একসাথে কথা বলব না, একজন বলার পর অন্যজন বলব ।  
৯. সবাইকে দলের কাজ উপস্থাপন করার এবং অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেব ।  
১০. শান্তি বজায় রাখব যাতে সবাই সবার কথা শুনতে পায় ।  
১১. দলের কাজ পরিচালনায় একে অন্যকে সহযোগিতা করব ইত্যাদি ।

সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে নিজেদের সেই নিয়মের প্রতি দায়বদ্ধ ভাবতে শুরু করবে । ফলে কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে তারা শিক্ষক বা অন্য সহপাঠীদের উপর দ্বায় না চাপিয়ে নিজেদের দ্বাই করবে এবং নিজে নিজে তা সমাধানের চেষ্টা করবে ।

• শ্রেণিকক্ষে ক্যাপটেইন নির্বাচন করা- শ্রেণিকক্ষে ক্যাপটেন বা শ্রেণিনেতা নির্বাচন করার গুরুত্ব অনেক। তবে কয়েকদিন পর পর (হতে পারে প্রতি পনের দিন পর বা প্রতি মাসে) নতুন শ্রেণিনেতা নির্বাচন করা উচিত। নতুবা একজন বেশিদিন নেতৃত্ব দিলে তার মধ্যে অহমিকা এসে যেতে পারে। তাছাড়া অন্যরা নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। পালাক্রমে নেতৃত্ব দিলে সকল শিশুর মধ্যেই নেতৃত্বের গুণাবলি তথা আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা বিকশিত হবে ।

তাছাড়া, মাঝে মাঝে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বসার জায়গা পরিবর্তন করে বসানো, যেমন- সামনের বেঞ্চে যারা বসেছে তারা পেছনে এবং পেছনে যারা বসেছে তারা সামনে বসবে । পাঠের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়েও পাঠদান করানো যেতে পারে। শিক্ষক ক্লাসে যখন প্রশ্ন করবে তখন প্রশ্নটি উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে করতে হবে। অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষে একই রকম একাধিক সেট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে ।

শিক্ষক যদি শিক্ষাদান কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনে ব্যর্থ হন অথবা উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করলেও যথার্থভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হন, তবে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সার্থক ও কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই শিক্ষক যদি পাঠদানের সকল পদ্ধতি বা কৌশল এবং প্রয়োগকৌশল খুব ভালোভাবে জেনে তা যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারে, তবেই শ্রেণিকক্ষকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব হবে ।

**৩. একজন আদর্শ শিক্ষক সবসময় প্রস্তুত থাকেন** সময় ব্যবস্থাপনা ও ক্লাস নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আসা একজন ভালো শিক্ষকের বড় গুণ ।

**কার্যকরী প্রস্তুতি অর্জনের জন্য শিক্ষকের করণীয়:**

• বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান- শিক্ষক যা পড়াবেন সে সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকের প্রস্তুতির ব্যাপারে InTASC-এর মূল নীতিগুলোর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্তর হচ্ছে:

১. জ্ঞান- যা পড়াবেন তা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে ।   
২. স্বভাব- একজন শিক্ষক সুন্দর স্বভাবের অধিকারি হবে ।   
৩. ক্রিয়াকলাপ- শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকতে হবে। বইয়ের বাইরে থেকেও ব্যাখ্যা দিয়ে, বাস্তব বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝাতে হবে ।

• ‘Yale Center for Teaching and Learning’-এর মতে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের যেসব বিষয়ে প্রস্তুতি থাকা উচিত:

১. পড়া এবং সমস্যা সেট করা ।  
২. প্রতি সপ্তাহের লেকচার নোট তৈরি করা ।  
৩. ক্লাসের সময়কে সর্বোচ্চ কার্যকরী করে তুলতে পরিকল্পনা করা ।  
৪. ক্লাসে ব্যবহার করতে বা বোর্ডে লিখতে প্রশ্নের তালিকা তৈরি করা ।  
৫. শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসের জন্য হোমওয়ার্ক বা প্রশ্ন নকশা করা ।  
৬. ক্লাসের জন্য কুইজ তৈরি করা ।  
৭. শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ, সমস্যা বা আগ্রহের বিষয়গুলো বুঝতে চেষ্টা করা ।  
৮. বিতর্কের জন্য বিষয় নির্বাচন ও পর্যালোচনা করা ।   
৯. খবরের কাগজ বা অন্যান্য জায়গা থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া ।

**৪. একজন আদর্শ শিক্ষক সর্বদা নিয়মানুবর্তিতা বজার রাখেন**

জীবনের সর্বস্তরে তথা সামাজিক, পারিবারিক কিংবা রাষ্ট্রীয়; সকল ক্ষেত্রেই নিয়মানুবর্তী হওয়া অত্যাবশ্যক । মানব জীবনে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে M. K. Gandhi বলেছেন -

‘Discipline maintains system,  
System maintain development,  
Development vibrates human-life,  
So discipline must be followed.’

**নিয়মানুবর্তিতা চর্চায় শিক্ষকের করণীয়:**

• নিয়ম-শৃঙ্খলা যথার্থরূপে পালন করে চলা- শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী শুধু বইয়ের পড়াই শেখে না; তাঁর আচার-ব্যবহার, কথা বলার ভঙ্গিসহ প্রায় সব কিছুই শিক্ষার্থীরা অনুসরণ-অনুকরণ করার চেষ্টা করে । তাই একজন শিক্ষকের খুব সতর্কতার সঙ্গে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা উচিত ।

• অতিরঞ্জিত ও আড়ম্বরতা বিবর্জিত কঠোরতা- শিক্ষার্থীদের অবশ্যই শাসন করতে হবে; তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে সেই শাসন বা কঠোরতায় আড়ম্বরতা বা অতিরঞ্জিত কোনো আচরণ প্রকাশ না পায় ।

• শিক্ষার্থীদের ভুলের কারণে রোষান্বিত বা ঈর্ষান্বিত না হওয়া-  শিক্ষার্থীদের ভুলের কারণে কোনোভাবেই রোষান্বিত বা ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়। তাহলে সেখানে ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয় ।

• শিক্ষার্থীদের মাঝে ন্যায়বিচার বজায় রাখা- মানবিকতা ও নৈতিকতা বজায় রাখতে শিক্ষার্থীদের মাঝে অবশ্যই ন্যায়বিচার বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে । বিচারের ক্ষেত্রে কখনোই পক্ষপাতিত্ব করা উচিত হবে না ।

**৫. একজন আদর্শ শিক্ষক সর্বদা অভিভাবক, পরিবার এবং সমাজের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন**

বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সমাজে একজন ইতিবাচক ব্যক্তি হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি তৈরি করার জন্য শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থাকা জরুরি। পিতা-মাতা, অভিভাবক, পরিবার কিংবা সমাজ; সব জায়গাতেই পেশাগত ও ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমেই একজন শিক্ষক সবার মাঝে আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেন ।

**সুসম্পর্ক বজায় রাখতে শিক্ষকের করণীয়:**

• শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের প্রতি সম্মান এবং ভদ্রতা প্রদর্শন করার মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যায় ।

• শিক্ষার্থীদের শিক্ষা এবং উন্নয়নকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তসমূহ নেয়ার সময় অভিভাবকের মতামতকে বিবেচনায় রাখা, শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করা বা অভিভাবকদের অভিযোগকে আমলে নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব ।

• শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের পরিবার এবং সমাজের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি ।

• শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ, অবস্থান কিংবা পরিবার থেকে এসে থাকে; কাজেই এ বিষয়টি শিক্ষকগণ অনুধাবন করবেন । শিক্ষার্থীদের পরিবার এবং সমাজের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষকদের সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত ।

যদিও আদর্শ শিক্ষকের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা বা মাপকাঠি নেই; তবু সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে শিক্ষকরা নিজেদের সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা অর্জন করতে পারেন অথবা নতুন শিক্ষকরা নিজেদের আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য নিতে পারেন ।  Jeffrey Glanz-এর গবেষণার উপর ভিত্তি করে তাঁর লেখা ‘Teaching 101: Classroom Strategies for the Beginning Teacher’-এ নতুন শিক্ষকদের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য ৮টি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে একটি প্রশ্নের তালিকা তৈরি করেছেন-

১. আপনি যে বিষয়বস্তু শেখাচ্ছেন তার উপর আপনার কি সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে?   
২. আপনি কি শিক্ষাদান পদ্ধতি, শেখার পদ্ধতি এবং পাঠ্যক্রম পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন?   
৩. আপনি কি নিজেকে ভালোভাবে জানেন?   
৪. আপনি কি অপরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন?   
৫. আপনি কি বিচিত্র, চিন্তাভাবনামূলক প্রশ্ন করতে পছন্দ করেন?  
৬. আপনি কি সবসময় নির্দেশনার কাজের পরিকল্পনা করেন?  
৭. শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা এবং কার্যকর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনি কি সফল?  
৮. আপনি কি ভালো যোগাযোগকারী?

যদি আপনার উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয় তবে আপনি সঠিক পথেই আছেন, আর যদি ‘না’ হয় তবে চেষ্টা করুণ নিজেকে আরও দক্ষ করে তুলতে ।

* একজন শিক্ষক কেমন হবে ?
* একজন শিক্ষকের কেমন হওয়া উচিৎ ?
* একজন শিক্ষক কিভাবে শিক্ষা দিবে ?
* একজন শিক্ষকের সামজিক কাজ কি ?

উত্তরঃ হুমায়ুন আহমেদের নাটক –

# ক. একদিন হঠাৎ খ. যার যা পছন্দ (একদিন হঠাৎ এর সিকুয়্যাল) গ. জোছনার ফুল ।

# \*\* নিজের এবং সংগৃহিত ভূলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সকলের জন্য শুভকামনা রইল।

# D:\Class\picture\c.jpg

**ধন্যবাদান্তে**

*সঞ্জয় মিত্র, সহকারী শিক্ষক(আইসিটি),*

*গুমাইল উচ্চ বিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা & ICT4E (Information and Communication Technology for Education) জেলা অ্যাম্বাসেডর, ঢাকা।*